C.C-3

১) গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দাও। অথবা,

প্রঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও,

CC-3

DSE

উঃ— গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রত্ন- মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে মুদ্রা, লেখ, তাম্রপত্র, শিলালিপি প্রভৃতি। সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে নীতিসার উল্লেখযোগ্য। মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, নারদস্মৃতি প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের শাসন সম্পর্কে জানা যায়। তবে বৈশালীতে প্রাপ্ত শিলমোহর এবং সমকালীন শিলালিপি থেকে গুপ্ত শাসন সম্বন্ধে সবিস্তারে জানা যায়।

* কেন্দ্রীয় শাসন:—

* কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রদেশগুলির অবস্থা:— গুপ্ত যুগ ভারতের ইতিহাসে কেবল বিখ্যাত নয়। গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তি উৎকর্ষ প্রাচীন যুগের

বিশ্বের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়, গুপ্তযুগের প্রথম দিকে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য এবং শাসন ব্যবস্থাই কেন্দ্রীভূত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত এইসব প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলির স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত গুলি নিজেদের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রের মত ছিল না। এখানে মুখিয়াদের ক্ষমতার হাতেই প্রমাণ কেন্দ্রীভূত ছিল, এভাবে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে পরিচালিত হয়। গুপ্তযুগের শেষের দিকে এইসব সামন্তদের উত্থান হয়।

* রাজার মহিমা বৃদ্ধি :— মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসন যেমন রাজা ছিলেন মুখ্য নায়ক প্রশাসনের কেন্দ্র তেমন ছিল। গুপ্ত যুগে রাজা ছিলেন সমগ্র প্রশাসনের শীর্ষে। গুপ্ত যুগে রাজা লোকপাল মর্যাদা পেতেন দেবত্ব আরোপিত — মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর গুপ্তযুগে রাজাকে দেবতার সঙ্গে তুলনা করা হত, শাস্ত্রকারগণ রাজাকে দেবতা বলে অভিহিত করতেন। ঈশ্বর ও দেবতা বলা হয়েছে, বিষ্ণুর অংশ ছিলেন অচিন্ত্যপুরুষ। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে ধনদ, বরুণ, ইন্দ্র ও অন্তকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রকার নারদ ও বৃহস্পতি রাজাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করতে বলেছেন। তবে - গুপ্তযুগে রাজাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রাজারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না, মন্ত্রীপরিষদ রাজার ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখত।

* মন্ত্রী পরিষদ :— মৌর্য যুগের মতো গুপ্ত যুগেও মন্ত্রী কেন্দ্রীয় প্রশাসনে মন্ত্রীদের ভূমিকা ছিল। মন্ত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মন্ত্রী, মন্ত্রী ছিলেন (সান্ধিবিগ্রহিক ও কুমারামাত্য)

(উল্লেখযোগ্য) এ প্রতিষ্ঠানগুলিতে (নিয়োগ ব্যবস্থাপনায়, যুক্ত সচিব) এ বিভাগীয়
—প্রশাসনে মন্ত্রী নিযুক্ত করলেও, সচিবরাই দপ্তর পরিচালনা করেন প্রশাসনিক
এবং সমস্ত বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করে থাকেন এবং বিভাগীয় নির্দেশ দিয়ে থাকেন
—বিভাগীয় প্রধান হন, সচিবদের সহায়তায় মন্ত্রী ও বিভাগীয় প্রধান
—কাজ করতে পারেন না, মন্ত্রীরা সচিবদের পরামর্শ নিয়ে থাকেন
—রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন মন্ত্রী পরিষদ ও সচিবরা
—হয়ে থাকে।

* মন্ত্রী পরিষদ :— কেন্দ্রীয় স্তরে যেমন মন্ত্রী পরিষদ থাকে তেমনি রাজ্যে ও
মন্ত্রী পরিষদ থাকে, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে
এই মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে
—অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা মুখ্যমন্ত্রী
—রাজ্যপালের নির্দেশে শাসন পরিচালনা করেন। মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা বিধানসভার
—সদস্য হন। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন এবং মন্ত্রী পরিষদ রাজ্যের
—শাসন পরিচালনা করে থাকে। মন্ত্রী পরিষদ বিধানসভার কাছে যৌথ ভাবে দায়ী
—থাকে এবং সমষ্টিগত দায়িত্ব পালন করে থাকে
অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলে মন্ত্রী পরিষদকে পদত্যাগ করতে হয়।

* সচিবালয় ও ডাইরেক্টরেট নির্দেশালয় :— রাজ্যস্তরে সচিবালয় ও নির্দেশালয় *
—প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
সচিবালয় রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র, মুখ্যসচিব সচিবালয়ের প্রধান, তিনি বিভিন্ন বিভাগের
মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। সচিবালয় ও নির্দেশালয় রাজ্যের
প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করে, সচিবালয় নীতি নির্ধারণ করে এবং নির্দেশালয়
সেই নীতি কার্যকর করে থাকে, সচিবালয়ের প্রধান মুখ্যসচিব।
—সচিবালয় বিভিন্ন দপ্তর নিয়ে গঠিত হয়, প্রতিটি দপ্তরের দায়িত্বে থাকেন
একজন মন্ত্রী এবং একজন সচিব। সচিবালয়ের অধীনে
—নির্দেশালয় থাকে, যার প্রধান হলেন ডাইরেক্টর, যিনি নীতিগুলিকে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]